গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম অধিদপ্তর
১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dol.gov.bd

স্মারক নং-৪০.০২.০০০০.০৩৬.৯৯.০০২.২০০৩(৬ষ্ঠ খন্ড). ৫৮ তারিখ: ২৫/০৩/২০২০খ্রিঃ।

বিষয়: করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর সাথে আলোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর সাথে বিগত ২২/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত আলোচনা সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
পরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) জনাব ফজলুল হক মন্টু, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিকলীগ, ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা;
২) জনাব ডা. ওয়াহেদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ২৩/২, তোপখানা রোড(৪র্থ তলা), ঢাকা;
৩) জনাব কামরুল আহসান, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/এফ, তোপখানা রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০;
৪) জনাব আমিনুল হক আমীন, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন; ৩১/এফ, তোপখানা রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০;
৫) জনাব এস.এম আহসান হাবিব (বুলবুল), সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট; ২৩/২, তোপখানা রোড(২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা;
৬) জনাব মোহাম্মদ আহমেদ হোসাইন, পুলিশ সুপার, আইপিএইচআর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেড কোয়াটার, বাসা-৭, রোড-১৩, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা;
৭) জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, কার্যকরী সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ১৩২৯/১, পূর্ব শেওড়া পাড়া, কাফরুল, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬;
৮) জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ, ৩১/৩২, পিকে রায় রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০;
৯) জনাব সাইফুজ্জামান বাদশা, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিকজোট বাংলাদেশ; ৩৫-৩৬, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা;
১০) জনাব এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ লেভার ফেডারেশন; ২৪-২৫, সাধারণ বীমা সদন (৬ষ্ঠ তলা), দিলকুশা, ঢাকা;
১১) মিসেস শামীম আরা, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, ২৭/১১/১-এ(৩য় তলা), সেগুনবাগিশা, ঢাকা;
১২) জনাব আনোয়ার হোসেন, সভাপতি, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বাড়ি-২৯৫, ব্লক-সি, রোড-১৩, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা;
১৩) জনাব আমিরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ অটোরিক্সা অটোটেম্পু ফেডারেশন, ভেলুপাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা;

১৪) জনাব শহীদুল্লাহ চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ২৩/২, তোপখানা রোড(৪র্থ তলা), ঢাকা;
১৫) জনাব মেজবাহ্ উদ্দিন আহম্মেদ, সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ১০৭/১, নয়াপল্টন (৫ম তলা), কালভার্ট রোড, ঢাকা;
১৬) জনাব শাহ মোঃ আবু জাফর, সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন, ১৪/২, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা;
১৭) জনাব আব্দুল মুকিত খান, সভাপতি, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ২৩/২, তোপখানা রোড(৪র্থ তলা), ঢাকা;
১৮) জনাব রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, ২৩/২, তোপখানা রোড(২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা;

স্মারক নং-৪০.০২.০০০০.০৩৬.৯৯.০০২.২০০৩(৬ষ্ঠ খন্ড). ৫৬ তারিখ: ২৫/০৩/২০২০খ্রিঃ।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০;
২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
৩) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
৪) পরিচালক (প্রশাসন), শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৫) পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা;
৬) পরিচালক (মেডিকেল), শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৭) জনাব আকাশ কুমার নন্দী, ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;
৮) অফিস কপি।

২৫/৩/২০২০

(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
পরিচালক

Director (Admin) + Medical
বর্হি - শাখা নিম্ন
২৪/৩/২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম শাখা
www.mole.gov.bd

মুজিব বর্ষ

বিষয়: করোনো ভাইরাস (COVID-19) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানায় শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর সাথে আলোচনা সভা।

সভাপতি:	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি প্রতিমন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ:	২২/০৩/২০২০খ্রিঃ
সভার সময়:	বিকাল: ৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান:	শ্রম ভবনের সভাকক্ষ (৩য় তলা), ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরনি বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
সভার উপস্থিতি:	তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে সন্নিবেশিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির বক্তব্যে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তাই সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সরকার স্বাস্থ্য সচেতনতায় উপর জোর দিচ্ছে। বৈশ্বিক এই মহামারী থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করার জন্য তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম জানান যে, বর্তমানে আমরা বৈশ্বিক গ্রামে বাস করছি। এর ফলে একদেশ আক্রান্ত হলে সহজেই অন্য দেশ আক্রান্ত হয়ে যায়। চীন যখন প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল তখন আমরা কাঁচামাল নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে আমাদের অর্থনীতির পাশাপাশি আমাদের স্বাস্থ্যও এখন হুমকীর সম্মুখীন। বাংলাদেশ শ্রমঘন এলাকা হওয়ায় ঝুঁকির মাত্রাও অনেক বেশি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনটি বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত প্রত্যাশা করছি।

প্রথমত: পূর্ব সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা। মহামারী এই করোনা ভাইরাস থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে এগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ঝুঁকির বিষয়ে আলোচনা। বৈশ্বিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রেতারা ইতোমধ্যে অনেক ক্রয়াদেশ বাতিল করেছেন। এতে উৎপাদন এবং রপ্তানীতে বিরূপ প্রভাব পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। অর্থনীতির এই সংকট মোকাবেলা করার পথ খুঁজে বের করতে হবে।

তৃতীয়ত: করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মিজানুর রহমান বলেন যে, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতোমধ্যে এটিকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব এসে পড়েছে। আমরা কিভাবে এই মহামারী ভাইরাসকে প্রতিরোধ করে শিল্প সেক্টরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারি সেই বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়।

জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু বলেন যে কারখানায় উৎপাদন বন্ধ না করে শ্রমিকদের করোনা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সাতদিন, দশদিন বন্ধ করলেই সমাধান হবে না। অতি দ্রুত রেশনিং এর প্রস্তাব দেন তিনি।

জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এর সভাপতি জনাব কামরুল আহসান জনান, কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা শ্রমঘন শিল্প সেক্টরে জনগণের জন্য কাজ করছে। ফলে আজ তারা বেশী বিপদের সম্মুখীন। তাই তাদেরকে ঝুঁকির মধ্যে না রেখে সংগনিরোধ ছুটি দিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশপাশি তাদের জীবিকার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বলেন যে, প্রতিটি কারখানায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলা করার জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারখানা পর্যায়ে কোয়ারেন্টিন এর ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শ্রমিক আক্রান্ত হলে তার আইসোলেশন, চিকিৎসা এবং সবেতনে ছুটির বিষয়ও চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া করোনা ভাইরাসের কারনে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি দেখা দিয়েছে। ফলে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা এখন সময়ের দাবি।

জনাব শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন জানান যে, রাষ্ট্রীয় এই সংকট মোকাবেলা করার জন্য সকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের শ্রমঘন এলাকায় এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে মহামারী হয়ে যাবে। তাই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থার ওপর আমাদের জোর দিতে হবে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ভারতে পশ্চিমবঙ্গ নার্সদের জন্য বীমা সুবিধা চালু করেছে। বাংলাদেশের শ্রমিকদেরকেও বীমা সুবিধার আওতায় আনা যায় কিনা সেই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। আর যারা দিনমজুরি হিসাবে কাজ করছে তাদের স্বাস্থ্য ও জীবিকা নির্বাহের বিষয়টি আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে বন্ধুদেশ থেকে সহযোগিতাও নেয়া যেতে পারে।

আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক দল, জানান যে, মহামারী এই ভাইরাস থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য মালিক ও সরকার উভয়পক্ষকে সহযোগিতা করতে হবে। প্রয়োজনে শ্রমিকদেরকে সবেতনে ছুটি দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

জাতীয় শ্রমিক জোট এর সভাপতি জনাব মেজবাহ উদ্দিন আহেম্মদ, প্রান্তিক শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বরোপ করেন।

জনাব রাজেকুজ্জামান রতন, সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জানান যে, কলকারখানা বন্ধ হলে এই ভাইরাস শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই আমাদের উচিত ফ্যাক্টরী চালু রেখে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শ্রমিকদের কারখানায় প্রবেশ, কারখানায় অবস্থান এবং কারখানা থেকে প্রস্থান এই তিন ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল কর্মীকে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপক থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়া, কাজের সময় মাস্ক ও গ্লাভস পরিধান করা, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল সরবরাহ করা সর্বোপরি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিষয়ে শ্রমিকদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। শ্রমিকের সর্দি, কাশি ও শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা থাকলে এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের বেশি হলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত শ্রমিককে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে সংগনিরোধ এর ব্যবস্থা গ্রহন পূর্বক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে মিল বন্ধ নয়, বরং সর্তক হয়ে শ্রমিকদের সহযোগিতা করাই হবে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব চৌধুরী আশিকুল আলম অনেক আগেই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি গণপরিবহন, সমুদ্রবন্দর এবং স্থল বন্দরগুলোতে স্ক্যানিং করার বিষয়ে গুরুত্বরোপ করেন।

জাতীয় শ্রমিকজোট বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব সাইফুজ্জামান বাদশা বলেন যে, আতঙ্কিত হয়ে প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী প্রতিটি কারখানায়

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাকে আরোও শক্তিশালী করতে হবে, প্রতিটি কারখানায় সার্বক্ষনিক ডাক্তারের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ডাক্তারদের PPE নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব আমিরুল হক আমিন, সভাপতি, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন জানান যে, এই মুহূর্তে গার্মেন্টস বন্ধ ঘোষণা করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হবে না। প্রতিষ্ঠানের ভেতর এবং বাহিরে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। গার্মেন্টস সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সরকার মালিক এবং শ্রমিকের পাশাপাশি ক্রেতাগোষ্ঠীর সাথেও বৈঠক করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন এর সাধারণ সম্পাদক জনাব এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান বলেন যে, করোনা ভাইরাসের কারণে দ্রব্যমূল্যের যে উর্ধ্বগতি দেখা দিয়েছে তা থেকে শ্রমিকদেরকে রক্ষা করার জন্য রেশনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ারও তাগিদ দেন।

মিসেস শামীম আরা, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন জানান যে, ফ্যাক্টরী বন্ধ না করে শ্রমিকদেরকে সচেতন করতে হবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে ঐকাবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক জনাব শিবনাথ রায় জানান যে, সারাদেশে কারখানা পর্যায়ে এক লক্ষ পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোঁয়া, আইইডিসিআর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় হাঁচি-কাশি দেয়া, করমর্দন বা কোলাকুলি থেকে বিরত থাকা, জনসমাগম পরিহার করা সর্বোপরি পরিস্কার পরিছন্ন থাকার বিষয়ে কর্মীগণকে উৎসাহিত করা এবং এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় উপস্থিতি শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পরামর্শ/মতামতসমূহ পাওয়া যায়:

১. কারখানা বন্ধ না করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করা;
২. পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্মিলিত মনিটরিং সেল গঠন করা;
৩. কলকারখানার ভিতরে এবং বাহিরে স্বাস্থ্য বিষয়ক নিরাপত্তা জোরদার করা;
৪. প্রতিটি কারখানায় স্বাস্থ্য ইউনিট ডাক্তারের ব্যবস্থা করা;
৫. সকল কর্মীকে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপক থার্মাল স্ক্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করানো;
৬. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত সচেতনতাগুলো শ্রমিকদেরকে অবগত করা এবং মেনে চলার ব্যবস্থা নেয়া।
৭. করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে বা কারও আত্মীয় বিদেশ থেকে আসলে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে সংগনিরোধ এর ব্যবস্থা করা;
৮. প্রয়োজনে সরকার মালিক শ্রমিক এবং ক্রেতাগোষ্ঠীর সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করা।
৯. স্ব স্ব আবাসস্থলে প্রত্যেকের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করা।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

28/6/2020

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।